১. আশুতোষের ছাত্রজীবন

অতুলচন্দ্র ঘটক

পড়ুয়ারা পাঠটি শুনে এবং পড়ে নিজের ভাষায় সেটা লিখতে পারবে এবং পড়ে শোনাতে পারবে, সেই বিষয়ে 'কেন' এবং 'কী করে' প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারবে।

'বাংলার বাঘ' শব্দ দুটি উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দিব্যি মোটাসোটা চেহারা, ঠোঁট উপ্‌চে ঝুলে-পড়া, ঝাঁকড়া গোঁফওয়ালা একজন মানুষের ছবি। একসময় যাঁর দাপটে কাঁপত হাইকোর্টের চত্বর কিংবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা ভবন। কেমন লাগবে বল তো, যখন জানতে পারবে ছোটোবেলায় এই 'বাংলার বাঘ' বেজায় রোগা ছিলেন, একবার তো এমন বুক ধড়ফড়ানি রোগ হল যে লেখাপড়া বন্ধ রেখে মথুরায় যেতে হল স্বাস্থ্য ফেরাতে।

বাড়িতে 'প্রথম ভাগ' পড়া শেষ হলে পাঁচ বছর বয়সে আশুতোষকে চক্রবেড়িয়া শিশু-বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, প্রথম দিনই আশুতোষ স্কুল থেকে ফিরে এসেই বাবাকে জানান, 'আমি আর স্কুলে যাব না।' বাবা শুনে অবাক! কারণ জিজ্ঞাসা করলে, আশুতোষ বলেন, 'ও ত স্কুল নয়, ও ত যাত্রা! আমি ওখানে যাব না।'— এই ঘটনার কিছুদিন আগে, পূজার সময় একজনের বাড়িতে আশুতোষ যাত্রা শুনতে গিয়েছিলেন, সেখানে গোলমাল দেখে এসে তাঁর মনে ধারণা জন্মায়, যাত্রাগানে কেবল গোলমালই হয়।

সেই 'শিশু-বিদ্যালয়' নীলমণি মিত্রের পূজার দালানে বসতো। সেখানে একই ঘরে সব শ্রেণির শিশুরা নিজের নিজের পাঠ চেঁচিয়ে অভ্যাস করত। তাই সেই স্কুল ঘরটিকে মনে হত যেন একটা বটগাছে হাজার পাখির জটলা।

গঙ্গাপ্রসাদ ছেলের কথা শুনে বিদ্যালয়ের পরিচালকদের সঙ্গে দেখা করেন, তাঁদের বলে-কয়ে তিনটি আলাদা আলাদা ঘরে ক্লাসগুলি বসানোর ব্যবস্থা করান।

এর দীর্ঘদিন পর উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় জায়গায় জায়গায় কিছু অদল-বদল করে বইটি আবার প্রকাশিত হয়। উপরের লেখাটি এই বইয়ের নির্বাচিত অংশ নিয়ে তৈরি।

শব্দের অর্থ

চক্রবেড়িয়া—দক্ষিণ কলকাতার একটি অঞ্চল

শিশু বিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ে শিশুরা পড়ে

যাত্রা— দৃশ্যপটহীন মঞ্চে নাটক অভিনয়

তত্ত্বাবধান—দেখাশুনো

দালান—ইটের তৈরি পাকা বাড়ি

পূজার দালান—যে দালানে পুজো হয়

যাত্রাগান—যাত্রায় যে গান হয়

পালা—দেবদেবীর মহিমা বর্ণনা করে লেখা গান

অভ্যাস—অনুশীলন। অন্য মানে : যে আচরণ স্বভাবে পরিণত হয়েছে। যেমন : ভোরে ওঠার অভ্যাস

বলে-কয়ে—অনুরোধ করে

ঝালিয়ে নিয়ে—পুরানো পড়া কতটা মনে আছে দেখে নিয়ে

গৃহশিক্ষক—যে শিক্ষক বাড়িতে এসে ছাত্র-ছাত্রী পড়ান

উপশম—যে অবস্থায় ছিল তার থেকে কমে যাওয়া

বায়ু পরিবর্তন—স্বাস্থ্যের কারণে জায়গা বদল

হৃষ্টপুষ্ট—মোটাসোটা

মথুরা—আগ্রার কাছে একটি শহর। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি

জহুরি—যে মণিরত্ন বা জহরের ব্যাবসা করে বা জহর চেনে। এদের মধ্যে যে সেরা সে পাকা জহুরি

খুঁটিনাটি—ছোটোখাটো নানা বিষয়

নাম-পরিচয়:

গঙ্গাপ্রসাদ—গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষের বাবা। জন্ম ১ ডিসেম্বর ১৮৩৬ খ্রি.। ছোটোবেলায় বাবা মারা যান। কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হন। দয়ালু ও সুচিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি ছিল। মৃত্যু ১৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯